বাংলাদেশ টেলিযোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ কমিশন

আইইবি ভবন, রমনা, ঢাকা-১০০০।

www.btrc.gov.bd

# প্রেস রিলিজ

## শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও মিশ্রিত শিক্ষাপদ্ধতিতে ডিজিটাল অন্তর্ভুক্তিকে প্রাধান্য দিয়ে বাংলাদেশ ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২২ বিষয়ক কর্মশালা অনুষ্ঠিত

### ২০২৫ সাল নাগাদ দেশের ১ লাখের অধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানকে ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটির আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা

ঢাকা, ২৮ জুন, ২০২২।

দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রচলিত ধারা পরিবর্তন করে প্রযুক্তিকেন্দ্রিক মিশ্রিত শিক্ষা ব্যবস্থা চালু এবং পুরো শিক্ষা ব্যবস্থাকে ডিজিটাল করতে সংশ্লিষ্ট সকল স্টেকহোল্ডারদের সমন্বিতভাবে কাজ করতে হবে বলে জানান ডাক ও টেলিযোগাযোগ বিভাগের মাননীয় মন্ত্রী জনাব মোস্তাফা জব্বার। তিনি বলেন, শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রযুক্তির অন্তর্ভুক্তির পাশাপাশি তা গ্রহণে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের প্রস্তুত করতে হবে। মঙ্গলবার সকালে রাজধানীর একটি হোটেলে বিটিআরসি, অ্যাসপায়ার টু ইনোভেট (এটুআই) এবং অ্যালায়েন্স ফর অ্যাফোর্ডেবল ইন্টারনেট (A4AI) এর কর্তৃক আয়োজিত কর্মশালায় এসব কথা বলেন তিনি। মন্ত্রী বলেন, বর্তমানে ইন্টারনেট ও কানেক্টিভিটি মানুষের মৌলিক অধিকারে পরিণত হয়েছে তাই দেশজুড়ে ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট পৌঁছাতে কাজ করছে সরকার।

অনুষ্ঠানের শুরুতে মিশ্রিত শিক্ষা (Blended Education) বাস্তবায়নে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি সর্ম্পকে বিশদ উপস্থাপনা করেন বিটিআরসির সিস্টেমস এন্ড সার্ভিসেস বিভাগের মহাপরিচালক ব্রিগে: জেনা: মো: নাসিম পারভেজ । তিনি বলেন, বর্তমানে দেশে মোবাইলফোন ব্যবহারকারী ১৮ কোটি ৪০ লাখ এবং ইন্টারনেট ব্যবহারকারী সাড়ে ১২ কোটি। প্রায় ১ লাখ ৪৭ হাজার ৯৭৫ কিলোমিটার অপটিক্যাল ফাইবারের মাধ্যমে ৪,৪৩১টি ইউনিয়নে ব্রডব্যান্ড সংযোগ দেওয়া হয়েছে এবং দুর্গম অঞ্চলের আরো ১২৩ টি ইউনিয়নকে স্যাটেলাইটের মাধ্যমে সংযুক্ত করার কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

উপস্থাপনায় তিনি আরো বলেন, ২০২৩ সালের মধ্যে দেশের ১ লাখেরও বেশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মধ্যে ৩৫ ভাগ এবং ২০২৫ সাল নাগাদ দেশের সকল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানকে ব্রডব্যান্ড নেটওয়ার্কের আওতায় আনার লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে এজন্য প্রায় ১৪ লাখ ইন্টারনেট সংযোগের পাশাপাশি ৯৮,৬৩৬ টি ডিজিটাল ডিভাইস এবং প্রতিটি ক্লাসরুমের জন্য ২০ থেকে ৩০ এমবিপিএস ইন্টারনেট ব্যান্ডউইথের প্রয়োজন হবে। পরবর্তীতে উক্ত কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনায় ন্যাশনাল ম্যানেজম্যান্ট সিস্টেম বা এনএমএস চালু করতে হবে, যার কাজ হবে নিরবচ্ছিন্ন কানেক্টিভিটি বজায় রাখা এবং এর কার্যক্রম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করা। উপস্থাপনায় তিনি ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপনের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় সারাদেশে অপটিক্যাল ফাইবার স্থাপন, নেটওয়ার্ক সার্বক্ষণিক সচল রাখতে কারিগরি জনবল ও মনিটরিং ব্যবস্থা, সেবার মান নিশ্চিতকরণ, নির্ধারিত গতিতে ব্যান্ডউইডথের যোগান, ব্যক্তিগত তথ্য ও সাইবার নিরাপত্তার ওপর গুরুত্বারোপ করেন।

কর্মশালায় এটুআই এর পলিসি অ্যাডভাইজার আনীর চৌধুরী বলেন, শিক্ষা ক্ষেত্রে জাতীয় ব্রডব্যান্ড পলিসির লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য হলো ডিজিটাল ও গতানুগতিক শিক্ষা ব্যবস্থা মিলে একটি সমন্বিত শিক্ষা পদ্ধতিতে প্রবেশ করা, যাতে দেশের প্রান্তিক এলাকাসহ সকল শিক্ষার্থীরা মানসম্মত শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রবেশাধিকারের সুযোগ পায়।

মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব মো: আবু বকর সিদ্দিক বলেন, ব্রডব্যান্ডের মুল কানেক্টিভিটি সরকারের হাতে রেখে গ্রাহক পর্যায়ের কার্যক্রম বেসরকারি খাতে তথা পাবলিক-প্রাইভেট পার্টনারশিপের মাধ্যমে বাস্তবায়িত হলে তা ফলপ্রসু হবে।

ডিসেম্বরের মধ্যে সব মোবাইল অপারেটর কর্তৃক ফাইভজি চালু করা হবে জানিয়ে সভাপতির বক্তব্যে বিটিআরসি'র চেয়ারম্যান জনাব শ্যাম সুন্দর সিকদার বলেন, বাংলাদেশ ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২২ প্রণয়নে প্রান্তিক জনগোষ্ঠি, প্রযুক্তিকেন্দ্রিক শিক্ষা ব্যবস্থা, নারী, শারিরীকভাবে অক্ষম জনগোষ্ঠীসহ অনানুষ্ঠানিক খাতকে প্রাধান্য দেওয়া হয়েছে।

কর্মশালার দ্বিতীয় সেশনে অংশগ্রহণকারীরা চারটি দলে বিভক্ত হয়ে ওয়ার্কিং সেশনের কার্যক্রম সম্পন্ন করেন। গ্রুপগুলো নিম্নোক্ত চারটি বিষয়ে চ্যালেঞ্জ ও সুপারিশমালা উপস্থাপন করেন: (১) সরকারি প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ব্রডব্যান্ড সেবা (Broadband in public secondary and Primary Schools), (২) বিশ্ববিদ্যালয়ে ব্রডব্যান্ড সেবা (Broadband in Universities) (৩) কারিগরী প্রশিক্ষণ কর্মসূচি (Technical Training Programs) ও (৪) জনসাধারণের তথ্যপ্রযুক্তি সচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি কর্মসূচি (Public ICT Awarness and Capacity building programs)।

গ্রুপ-১ এর সুপারিশমালায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে ডিজিটাল কানেক্টিভিটি স্থাপনে ডিজিটাল ডিভাইস, ইন্টারনেট সংযোগ ও গতি নিশ্চিতকরণ, নতুন কনটেন্ট তৈরি, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আইসিটি ইকুইপমেন্ট ও ক্লাউডের ব্যবহার এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রধানদের ডিজিটাল প্রযুক্তি ব্যবহারের মানসিকতা তৈরি ও প্রশিক্ষণের ব্যবস্থার ওপর গুরুত্ব প্রদান করেন।

গ্রুপ-২ এর সুপারিশমালায় পর্যায়ক্রমে সব বিশ্ববিদ্যালয়কে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের লক্ষ্যমাত্রার আলোকে ডিজিটাল কানেক্টিভিটিতে যুক্ত হওয়া, ইন্টারনেট ব্যবহারের জন্য ল্যাপটপ, ল্যান, সার্ভার নেটওয়ার্ক স্থাপন এবং প্রতিষ্ঠানের জন্য ক্লাউডভিত্তিক সফটওয়্যার প্রস্তুতের কথা উল্লেখ করা হয়।

গ্রুপ-৩ এর সুপারিশমালায় উল্লেখ করা হয় যে, তথ্যপ্রযুক্তির কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচির জন্য চাহিদাভিত্তিক দক্ষ মানব শক্তি, ডাটাবেজ উন্নয়ন, প্রযুক্তি পরিবর্তনের সাথে সাথে কারিকুলাম হালনাগাদকরণ, আধুনিক প্রযুক্তির সাথে সামঞ্জ্য রেখে প্রশিক্ষণ কারিকুলাম প্রস্তুত ও প্রশিক্ষণ অ্যাপস চালুর ওপর গুরুত্ব প্রদান করতে হবে। এছাড়া, কারিগরি প্রশিক্ষণ কর্মসূচি সম্প্রসারণের জন্য এ শিক্ষায় শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধির জন্য পিপিপির আওতায় বিনিয়োগের বাড়াতে হবে।

গ্রুপ-৪ এর সুপারিশমালায় জনসচেতনা ও সক্ষমতা বৃদ্ধিতে তথ্য প্রযুক্তি অধিদপ্তর, বাংলাদেশ কম্পিউটার কাউন্সিল, বিটিআরসি, এটুআই এর জনসচেতনতামূলক কার্যক্রমের পাশাপাশি আনুষ্ঠানিক ও অনানুষ্ঠানিকভাবে জনসচেতনামূলক কার্যক্রম পরিচালনা এবং সরকারি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমেও জনসচেতনতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধির কার্যক্রম গ্রহণের ওপর জোর দেওয়া হয়।

সমাপনী বক্তব্যে বিটিআরসির ভাইস-চেয়ারম্যান সুব্রত রায় মৈত্র বলেন, কর্মশালায় উপস্থাপিত পরামর্শ ও সুপারিশগুলো ব্রডব্যান্ড পলিসি ২০২২ প্রণয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। এছাড়া, শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্রডব্যান্ড কানেক্টিভিটি স্থাপন, আর্থিক সংস্থান, ব্যবস্থাপনা, রক্ষাবেক্ষণ ও চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় শিক্ষা মন্ত্রণালয়সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে অগ্রণী ভূমিকা রাখতে হবে।

A4AI এর জাতীয় সমন্বয়ক শহীদ উদ্দিন আকবর এর সঞ্চালনায় অনুষ্ঠানে বিটিআরসির ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড অপারেশন্স বিভাগের কমিশনার প্রকৌশলী মো: মহিউদ্দিন আহমেদ, লিগ্যাল এন্ড লাইসেন্সিং বিভাগের কমিশনার আবু সৈয়দ দিলজার হোসাইন, A4AI এর হেড অব এশিয়া প্যাসিফিক অঞ্জু মঙ্গল এবং এটুআই, শিক্ষা মন্ত্রণালয়, টেলিকম সেবাপ্রদানকারী প্রতিষ্ঠানসহ বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তারা উপস্থিত ছিলেন।

**প্রাপক (সদয় কার্যার্থে):**

১। উপ মহাপরিচালক (বার্তা)
বাংলাদেশ টেলিভিশন এবং
২। সম্পাদক/ প্রধান বার্তা সম্পাদক, দৈনিক সংবাদপত্র;
হেড অব নিউজ/ চীফ নিউজ এডিটর;
বার্তা সংস্থা/ টেলিভিশন চ্যানেল/রেডিও চ্যানেল;
অনলাইন নিউজ, ঢাকা, বাংলাদেশ।

**বিতরণ (সদয় অবগতির জন্য):**

১। সচিব, বিটিআরসি।
২। চেয়ারম্যান মহোদয়ের একান্ত সচিব (ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বিটিআরসি।
৩। ভাইস চেয়ারম্যান মহোদয়ের ব্যক্তিগত কর্মকর্তা (ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য), বিটিআরসি।
৪। অফিস কপি।

অনুরোধক্রমে

২৮/৬/২০২২

মো: জাকির হোসেন খাঁন
উপ-পরিচালক
মিডিয়া কমিউনিকেশন এন্ড পাবলিকেশন উইং
বিটিআরসি
যোগাযোগঃ ০১৫৫২২০২৮৪০
Email: zakirkhan@btrc.gov.bd